যুগান্তর

তারিখ 16 AUG 2013
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

উচ্চশিক্ষায় ভর্তিযুদ্ধ অক্টোবর-নভেম্বরে

৫০ হাজার আসনে প্রার্থী ৬ লক্ষাধিক

মুশতাক আহমদ

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবার পঞ্চাশ হাজার আসনের জন্য প্রার্থী প্রায় সাড়ে ৬ লাখ। বিপরীত দিকে আরও অন্তত লক্ষাধিক শিক্ষার্থী ভর্তিবঞ্চিত হওয়ার আশংকাও রয়েছে। এ অবস্থায় আগামী অক্টোবর-নভেম্বরে শুরু হওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ভর্তি-পরীক্ষা শুরু হচ্ছে তা 'ভর্তির মহাযুদ্ধ'র রূপ নিতে যাচ্ছে।

সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, মূলত মানসম্মত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব, এতে সীমিত আসন ব্যবস্থা, অধিকাংশ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের আস্থাহীনতা ও ওইসব প্রতিষ্ঠানে চড়া টিউশন ফি এবং সবচেয়ে বেশি আসনবহুল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের কম আকর্ষণই এ পরিস্থিতি তৈরি করছে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদও ভর্তির ক্ষেত্রে মহারণের সঙ্গে অনেকটা একমত। তিনি বলেন, ভর্তির জন্য আসনের কোনো সংকট নেই। দেশে পর্যাপ্ত আসন ব্যবস্থা রয়েছে। শিক্ষার্থীদের ভর্তিতে কোনো সমস্যা হবে না। তবে এটা ঠিক যে, মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব রয়েছে। সব বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের সমানভাবে আকর্ষণ করতে পারে না। সেই বিচারে গুটিকয় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের ভিড় হয়ে থাকে।

উচ্চশিক্ষায় এবার ভর্তি মৌসুম গত বছরের তুলনায় একটু পিছিয়ে গেছে। তবে এর আগের বছরের তুলনায় বিলম্ব নয়। ইতিমধ্যে পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার সময়সূচি ঘোষণা করেছে। গত বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এক্ষেত্রে এগিয়ে ছিল। পছন্দের তালিকায় শীর্ষে থাকা এ দুটি প্রতিষ্ঠান এবার এখনও সময়সূচি নির্ধারণ করেনি। তবে রোববার ক্যাম্পাস খোলার পর এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হতে পারে বলে

লক্ষাধিক : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৬

লক্ষাধিক : আসনে প্রার্থী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জানিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. সদরুল আমিন। ভর্তি প্রক্রিয়া আগে শুরুর ক্ষেত্রে বরাবরই এগিয়ে থাকে দেশের সেরা প্রতিষ্ঠান বুয়েট। নানা ঘটনায় আন্দোলনে সাম্প্রতিক সময়ে অস্থিরতায় থাকা এ প্রতিষ্ঠানটির টার্ম ফাইনাল আসন্ন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নজরুল ইসলাম যুগান্তরকে জানান, আগামী নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে তারা ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু করবেন। জানা গেছে, ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার এই শীর্ষ প্রতিষ্ঠানের পথ ধরেই দেশের অন্য ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হবে।

ভর্তি প্রক্রিয়া সাধারণত দেরিতে শুরু করে থাকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। জানা গেছে, এবারও তারা অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশিদ জানান, এবার তারা তুলনামূলক আগেভাগেই কার্যক্রম শুরুর চিন্তাভাবনা করছেন। এখন অপেক্ষা অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সময়সূচির। বিশেষ করে বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর তারিখ জানা গেলেই তারা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সময়সূচি নির্ধারণ করবেন বলে জানান।

এদিকে এবার ভর্তি পরীক্ষায় নতুন অধ্যায় শুরু করছে সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং যশোর বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। সরকার চাচ্ছে, ক্লাস্টার (গুচ্ছ) পদ্ধতিতে পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে, যাতে শিক্ষার্থীরা কম পরীক্ষা দিয়ে বেশিসংখ্যক আসনের জন্য প্রতিযোগিতায় নিয়োজিত হতে। সরকারের ইচ্ছার সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত করছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। এবার অবশ্য অন্য বিশ্ববিদ্যালয় এটা পারছে না। তবে আগামী বছর প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এক্ষেত্রে একত্রে কাজ করবে বলে জানিয়েছেন বুয়েটের উপাচার্য অধ্যাপক নজরুল ইসলাম। তিনি বলেন, এবার সময়ের অভাবে তারা গুচ্ছভিত্তিক ভর্তির দিকে যেতে পারেননি।

প্রসঙ্গত, এবার এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় বিভিন্ন গ্রেডে মোট পাস করেছে ৭ লাখ ৪৪ হাজার ৮৯১ জন। এদের মধ্যে ১০টি শিক্ষা বোর্ডে মোট জিপিএ-৫ লাভ করেছে ৫৮ হাজার ১৯৭ জন। জিপিএ-৫ থেকে জিপিএ-৩ পেয়েছে প্রায় ৫ লাখ শিক্ষার্থী। সবমিলে এ বছর পাস করা এই সাড়ে ৫ লাখ শিক্ষার্থীই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেবে। এছাড়া গত বছর সুযোগ না পাওয়া বা দ্বিতীয়বার অপেক্ষাকৃত ভালো বিষয়ে পড়ার মানসে আরও বেশকিছু শিক্ষার্থী সাধারণত ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে থাকে। সেই হিসাবে প্রায় ৬ লাখ বা তার কিছু বেশি এবার বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, বুয়েট ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে অংশ নেবে ভর্তির লড়াইয়ে। কেননা উচ্চ মাধ্যমিকে ভালো রেজাল্ট করা বেশিরভাগ শিক্ষার্থীরই স্বপ্ন থাকে মেডিকেল, বুয়েট বা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার। কিন্তু আকর্ষণের কেন্দ্রে থাকা দেশের ৩৪টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও ইনস্টিটিউট মিলে আসন মাত্র ৫০ হাজারের কিছু বেশি। এই অর্ধলাখ আসনের বিপরীতেই মূলত প্রতিযোগিতা হবে। এ অবস্থায় পছন্দের প্রতিষ্ঠানে সুযোগ না পেয়ে ভালো ফল এমনকি জিপিএ-৫ পেয়েও কলেজে পড়তে হবে। এর বাইরে স্নাতক পর্যায়ে ভর্তির ক্ষেত্রে বড় ধরনের সমস্যা না হলেও অপেক্ষাকৃত কম জিপিএ পাওয়া শিক্ষার্থীরা অনার্সে ভর্তির ফরমই কিনতে পারবে না বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দেয়া শর্তের কারণে। দেশে বর্তমানে ৩৪টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এরমধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্সে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয় না।

উন্মুক্ত ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ ৩৪টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪ লাখ ২ হাজার আসন রয়েছে। এরমধ্যে প্রায় ৪০ হাজার সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে, অনুমোদিত ৭১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় দেড় লাখ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৯টি কলেজে স্নাতকে (সম্মান) ১ লাখ ৭৬ হাজার ৫টি এবং ১৪৭৪টি কলেজে পাস কোর্সে প্রায় ২ লাখ, কলেজ অব লেদার টেকনোলজি ও কলেজ অব টেক্সটাইল টেকনোলজিতে ৪৫৫টি, ২২টি সরকারি ও ৫৪টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ৭ হাজার ৬১২টি, সরকারি-বেসরকারি ১৪টি ডেন্টাল কলেজে সহস্রাধিক এবং ১৬টি ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজিতে (বিএসসি) ১ হাজার ৬৫টি আসন রয়েছে বলে জানা গেছে।

চটকদার বিজ্ঞাপন : এদিকে মানসম্মত প্রতিষ্ঠানের অভাব আর ভর্তি সংকটের এই সুযোগে মানহীন বেসরকারি আর বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখাগুলো মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এর বাইরে যুক্তরাজ্য, চীন, রাশিয়া, সাইপ্রাসসহ বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ ইত্যাদিতে ভর্তির ফাঁদও কম নয়। প্রতিদিন পত্রিকার পাতা খুললেই এ ধরনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোহর বিজ্ঞাপন নজরে পড়ে। তারা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ফাঁদ পেতে বসেছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এর ফলে অনেকেই প্রতারিত হতে পারেন। রাজধানীতে দেখা গেছে— প্রাইম, দারুল ইহসানসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় অলিগলিতে কেন্দ্র খুলে বসেছে। প্রাইম ইউনিভার্সিটি গার্মেন্ট, মিরপুর ও কুড়িল-বারিধারায় 'অ্যানেক্স ক্যাম্পাস' নামে শাখা খুলেছে। অথচ সরকারি নির্দেশনায় ভিআইপি রোডের পাশে এ ধরনের ক্যাম্পাস খোলার বিধান নেই। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. একে আজাদ চৌধুরী বলেন, 'অ্যানেক্স ক্যাম্পাস' বলতে কোনো ক্যাম্পাসের ধারণা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনে নেই। বিষয়টি বৈধ হবে না।

এদিকে এই উদ্ভূত পরিস্থিতিতে একদিকে অভিভাবক-শিক্ষার্থী অন্যদিকে সরকার বা শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে এ ব্যাপারে সজাগ হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

পবিপ্রবির ভর্তির সময়সূচি : ৬ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (পবিপ্রবি) ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষের প্রথম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণীর ভর্তি পরীক্ষা। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. শামসুদ্দীনের সভাপতিত্বে ভর্তি পরীক্ষা কমিটির এক জরুরি সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ১১ ও ১২ ডিসেম্বর মেধা তালিকা থেকে ভর্তি এবং ১৫ ডিসেম্বর অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে রিপোর্টিং এবং ১৭ ও ১৮ ডিসেম্বর অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে ভর্তি করা হবে।